অধ্যায় 3

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন, 1882

বিষয়সংক্ষেপ

[1] উডের ডেসপ্যাচ অগ্রগতির বাহক হলেও অনেক ক্ষেত্রেই এর মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাবের সংকীর্ণতা, স্বার্থচেতনা, হতাশার অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। যেমন—(i) প্রাথমিক ও দেশীয় শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতি অবহেলা, (ii) ইংরেজি শিক্ষাকে বিশেষ প্রাধান্যদান ও মাতৃভাষার গুরুত্বহীনতা, (iii) উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি স্কুল-কলেজে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, (iv) সরকারি সাহায্যের ক্ষেত্রে অনেক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বঞ্চিত করা প্রভৃতি।

[2] উইলিয়াম উডের নির্দেশিত নীতিসমূহ যাতে যথাযথভাবে অনুসৃত এবং সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়, সেজন্য 1882 খ্রিস্টাব্দের 3 ফেব্রুয়ারি তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড রিপন, তাঁর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য উইলিয়াম হান্টারকে সভাপতি মনোনীত করে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন।

[3] হান্টার কমিশন, 1882-এ যে 20 জন সদস্য ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ভারতীয় শিক্ষাবিদ হলেন—আনন্দমোহন বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৈয়দ মামুদ, জাস্টিস শশীনাথ তেলাং প্রভৃতি।

[4] উইলিয়াম হান্টারের সভাপতিত্বে গঠিত কমিশন হান্টার কমিশন, 1882 (Hunter Commission, 1882) বা ভারতীয় শিক্ষা কমিশন, 1882 (Indian Education Commission, 1882) নামে পরিচিত।

[5] হান্টার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি করেছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—(i) প্রাথমিক শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান, (ii) মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, (iii) পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস, (iv) স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তর হিসেবে বিবেচনা করা, (v) পরীক্ষা ব্যবস্থা, (vi) বিদ্যালয় পরিচালনা, (vii) শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা, (viii) বেতন গ্রহণের নীতি, (ix) অনুদান ব্যবস্থা, (x) প্রশাসন, (xi) পরিদর্শক নিয়োগ প্রভৃতি।

[6] মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে হান্টার কমিশন, 1882-এর অনুসন্ধানভিত্তিক সুপারিশগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল—(i) সরকারি কর্তৃত্বের হ্রাস,

Scanned by CamScanner

বিভাগ ক

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 10

প্রশ্ন 1 হান্টার কমিশন গঠনের পটভূমি উল্লেখপূর্বক কমিশনের বিচার্য বিষয়সমূহ ব্যক্ত করো।

উত্তর

হান্টার কমিশন গঠনের পটভূমি

তৎকালীন স্বেচ্ছাচারী বড়োলাট লিটনের পর ভারতে বড়োলাট হয়ে এসেছিলেন লর্ড রিপন। লর্ড রিপনের উদারনৈতিক মানসিকতা ভারতীয়দের বেশ কিছু ক্ষেত্রে আশার আলো দেখা দিয়েছিল। উডের ডেসপ্যাচে নির্দেশিত শিক্ষানীতিসমূহ কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে, তা জানার জন্য লর্ড রিপন General Council of education in India, 1878-এর কাছে একটি অনুসন্ধানোত্তর ফলাফল তিনি জানতে চান। দেখা যায়, উডের ডেসপ্যাচের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি হলেও অনেক ক্ষেত্রেই রয়ে গেছে গণতান্ত্রিক মনোভাবের অভাব, দেখা দিয়েছে অবহেলা এবং হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি। যেমন—[1] প্রাথমিক ও দেশীয় শিক্ষার অবহেলা, [2] ইংরেজি শিক্ষার বিশেষ প্রাধান্য ও মাতৃভাষার গুরুত্বহীনতা, [3] উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি স্কুল, কলেজে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, [4] মিশনারিদের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন, [5] সরকারি সাহায্যের ক্ষেত্রে অনেক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বঞ্চিত করা প্রভৃতি।

তাই উইলিয়াম উড নির্দেশিত নীতিসমূহ যাতে যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে দেশবাসীর প্রকৃত বিকাশ সাধিত হয়, সেজন্য 1882 খ্রিস্টাব্দে 3 ফেব্রুয়ারি তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড রিপন তাঁর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য উইলিয়াম হান্টারকে সভাপতি করে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এর 20 জন সদস্যের মধ্যে স্বনামধন্য ভারতীয় মনীষীরা হলেন—আনন্দমোহন বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সৈয়দ মাহমুদ, জাস্টিস কাশীনাথ তেলাং প্রমুখ।

উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন প্রায় 222টি প্রস্তাব সম্বলিত 600 পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করে। উইলিয়াম হান্টারের সভাপতিত্বে গঠিত কমিশনটি হল হান্টার কমিশন, 1882 বা ভারতীয় শিক্ষা কমিশন, 1882।

হান্টার কমিশনের বিচার্য বিষয়সমূহ

কমিশনের বিচার্য বিষয়সমূহ হল—

[1] উডের ডেসপ্যাচের শিক্ষানীতি কতদূর কার্যকর হয়েছে তা বিচার করে দেখা।

[2] উডের শিক্ষানীতির সাফল্যের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে মতামত দেওয়া।

[3] প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের অবহেলার চিত্রটি তুলে ধরা।

[4] Grant-in-aid প্রথার সম্প্রসারণ এবং প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের কার্যকলাপের অনুসন্ধান করা।

[5] জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থান নির্ণয়।

[6] বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারি নীতি নির্ধারণ করা।

[7] মানসিক শক্তির উৎকর্ষসাধনে ধর্মশিক্ষার জন্য সরকারি নীতি নির্ধারণ করা।

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন 2 হান্টার কমিশন কবে গঠিত হয়েছিল? প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে হান্টার কমিশনের সুপারিশগুলি তুলে ধরো। 2+8

উত্তর

হান্টার কমিশনের গঠন

1882 খ্রিস্টাব্দের 3 ফেব্রুয়ারি হান্টার কমিশন গঠিত হয়েছিল। ভারতে উডের ডেসপাচের শিক্ষানীতিগুলি কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে, তা জানার জন্য তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড রিপন তাঁর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য উইলিয়াম হান্টারকে সভাপতি মনোনীত করে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন।

হান্টার কমিশন, 1882-র যে 20 জন সদস্য ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ভারতীয় শিক্ষাবিদ হলেন—আনন্দমোহন বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৈয়দ মাহমুদ, জাস্টিস কাশীনাথ তেলাং প্রমুখ।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে হান্টার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ

যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষা গণশিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ, সেহেতু হান্টার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি করে। এগুলি হল—

[1] **স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তর:** প্রাথমিক শিক্ষাকে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতিমূলক স্তর হিসেবে বিবেচনা না করে, একে শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে যুক্ত সকল বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তর হিসেবে বিবেচনা করার সুপারিশ করা হয়েছে।

[2] **প্রাথমিক শিক্ষায় অধিকতর গুরুত্ব প্রদান:** অন্যান্য শিক্ষাস্তর অপেক্ষা প্রাথমিক শিক্ষাস্তরকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

[3] **মাতৃভাষায় শিক্ষাদান:** জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল শ্রেণির কথা ভেবে প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে।

[4] **পাঠক্রম:** কমিশনে পাঠক্রম পুনর্বিন্যাসের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করা হয়েছে—

(i) পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয় স্থানীয় মানুষের প্রয়োজনভিত্তিক হবে।

(ii) পাঠক্রম নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এবং পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিচালকদের স্বাধীনতা দানের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

(iii) পাঠক্রমে থাকবে—দেশীয় গণিত, জরিপ, হিসাব সংক্রান্ত পাঠ, প্রকৃতি বিজ্ঞান পাঠ ও কৃষিক্ষেত্রে তার প্রয়োগ, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি।

(iv) এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের জন্য ব্যায়াম, ড্রিল, দেশীয় খেলাধুলা প্রভৃতি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

[5] **পরীক্ষা:** দেশীয় শিক্ষানীতির ধারা অনুসরণের মাধ্যমে পরিদর্শকরা নিজেরাই পড়ুয়াদের যোগ্যতা নিরূপণের জন্য পরীক্ষা পরিচালনা করবেন। শিক্ষা যাতে চরিত্রগঠন এবং শৃঙ্খলারক্ষার সহায়ক হয়, সেদিকেও পরিদর্শকরা নজর রাখবেন।

[6] **বিদ্যালয় পরিচালনা:** বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের সূচনা ও শেষ পর্বের সময় নির্ধারণ, বিদ্যালয় অবকাশ নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বাধীনভাবে পরিচালিত হবে।

[7] **শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা:** শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রতি মহকুমায় একটি করে 'নর্মাল স্কুল' স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে।

[8] **প্রশাসন:** ইংল্যান্ডের শিক্ষা আইনের ধারা অনুসরণ করে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ হল যে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলি নিজস্ব এলাকায় একটি করে শিক্ষাবোর্ড (Education Board) গঠন

Scanned by CamScanner

(v) অনুন্নত অঞ্চলে নতুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা।
(vi) বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষিকাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা।
(vii) বালিকা বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনের জন্য 'মহিলা পরিদর্শক' নিয়োগ করা।
(viii) নিরক্ষর মহিলাদের শিক্ষাদানের জন্য নৈশবিদ্যালয় (Night School) স্থাপন করা।

[2] **ধর্মশিক্ষা:** যেহেতু ভারতে নানান সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ বসবাস করে, সেহেতু সাম্প্রদায়িকতার দ্বন্দ্ব এড়াতে কমিশন ধর্মনিরপেক্ষ নৈতিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে।

[3] **সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষা:** সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য কমিশনে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করা হয়েছিল। যেমন—
(i) মুসলমানদের শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা।
(ii) মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে আলাদা পাঠ্যসূচি অবলম্বন করে, মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা।
(iii) মুসলিম বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য পৃথক 'নর্মাল স্কুল' স্থাপন করা।
(iv) মুসলিম বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য মুসলিম পরিদর্শক নিয়োগ করা।

প্রশ্ন 5 **প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে হান্টার কমিশনের সুপারিশগুলি সংক্ষেপে ব্যক্ত করো।**

উত্তর

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে হান্টার কমিশনের সুপারিশসমূহ

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে হান্টার কমিশনের সুপারিশগুলি হল—

[1] **ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন:** হান্টার কমিশন ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করে। এর ফলে বহু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বাসভূমি ভারতে সাম্প্রদায়িকতার দ্বন্দ্ব এড়ানোর পথ সহজ হয়। তবে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, যেমন—মুসলমান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য পৃথক 'নর্মাল স্কুল' স্থাপন, মুসলিম বিদ্যালয়গুলির জন্য মুসলিম পরিদর্শক নিয়োগ প্রভৃতি শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে। ফলে জাতীয় সংহতির ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

[2] **মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা:** প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরবর্তী পর্যায়ে কার্জনের শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রে সার্জেন্ট পরিকল্পনাতে মাতৃভাষাকেই প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতে ঐতিহ্যবাহী আধুনিকতাবোধে আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃভাষাকেই শিক্ষাদানের মাধ্যম করা হয়েছে।

[3] **ব্যায়াম ও খেলাধুলোর অন্তর্ভুক্তি:** হান্টার কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষার্থীদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশসাধনের উদ্দেশ্যে পাঠক্রমে ব্যায়াম, ড্রিল ও নানান দেশীয় খেলার অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করা হয়েছে। এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে স্যাডলার কমিশন, 1917-তে শারীরশিক্ষার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং শারীরশিক্ষার জন্য শারীরশিক্ষা অধিকর্তা (Director of Physical education) নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। সার্জেন্ট পরিকল্পনা, 1944-এ শারীরশিক্ষায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

[4] **নারীশিক্ষার ওপর গুরুত্ব:** নারীদের শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হান্টার কমিশন, 1882-এ যেসকল কর্মসূচি গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে, তাতে তখন আছে নবজীবনের আশ্বাস। এই ধারা পরবর্তী সময়ে বহমান থেকে যায়। বিভিন্ন কমিশন, বিভিন্ন শিক্ষাবিদ নারীচেতনার উন্মেষ ঘটাতে এবং পুরাতন জীর্ণতা কাটাতে মত ও পথ নির্দেশ করেছেন।

[5] **পরীক্ষার ফলাফলের ওপর গুরুত্ব:** কমিশন অনুদানপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলাফলকে ভিত্তি হিসেবে গণ্য করার সুপারিশ দিয়েছেন। এটি সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে পরীক্ষাকেন্দ্রিক করে তোলে ফলে শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপের শিকার হয়।

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন 3 উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে হান্টার কমিশনের সুপারিশগুলি ব্যক্ত করো।

উত্তর

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে হান্টার কমিশনের সুপারিশসমূহ

ভারতের তদানীন্তন বড়োলাট লর্ড রিপন 1882 খ্রিস্টাব্দের 3 ফেব্রুয়ারি হান্টার কমিশন গঠন করেছিলেন। উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে হান্টার কমিশনকে কোনো সুপারিশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। তবুও যেহেতু মাধ্যমিকের পরবর্তী স্তর হল কলেজীয় স্তর, সেহেতু হান্টার সাহেব উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও কিছু মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ সুপারিশ করেছিলেন। যেমন—

[1] উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উৎসাহদানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

[2] এক্ষেত্রে বেসরকারি কলেজগুলিকে উপযুক্ত পরিমাণে অনুদান দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

[3] কতকগুলি সরকারি পরিচালিত আদর্শ কলেজ স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি বেসরকারি কলেজগুলির কাছে মডেল বা আদর্শস্বরূপ বলে গণ্য হবে।

[4] অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে কলেজগুলির ওপর কিছু শর্ত আরোপিত হয়। যেমন—(i) কলেজগুলিতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকমণ্ডলী আছে কি না, (ii) কলেজগুলি স্থানীয় জনগণের চাহিদা মেটাতে সক্ষম কি না, (iii) কলেজগুলি উন্নতমানের কি না, ইত্যাদি।

[5] কৃতী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ পাড়ি দেওয়ার জন্য যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণের সুপারিশও করা হয়।

[6] কলেজের শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের মানসিক ক্ষমতা ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষালাভ করতে পারে, সেজন্য কলেজে নানাবিধ ঐচ্ছিক বিষয় সংযোজনের সুপারিশ করা হয়েছে।

[7] দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিদানের সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রশ্ন 4 ভারতীয় শিক্ষা কমিশন, 1882-র অপর নাম কী? ওই কমিশনের সভাপতি পদে কে ছিলেন? উক্ত কমিশনের নারীশিক্ষা-সহ বিশেষ সুপারিশগুলো তুলে ধরো। 1+1+3

উত্তর

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন, 1882 র অপর নাম

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন, 1882-র অপর নাম হল হান্টার কমিশন, 1882।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সভাপতি

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সভাপতির পদে ছিলেন ভারতের তদানীন্তন বড়োলাট লর্ড রিপনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য স্যার উইলিয়াম হান্টার।

হান্টার কমিশনের বিশেষ সুপারিশসমূহ

হান্টার কমিশনে নারীশিক্ষা-সহ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে সুপারিশগুলি করা হয়েছিল, সেগুলি হল—

[1] **নারীশিক্ষা:** মেয়েরা যাতে নারীশিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সেজন্য কমিশনের সুপারিশ ছিল—

(i) বেসরকারি বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে উদারনীতি অবলম্বনে সাহায্য করা।

(ii) বিদ্যালয়ের বেতন সম্পর্কে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা এবং 12 বছর ঊর্ধ্ব বিদ্যালয়গামী বালিকাদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(iii) বালিকাদের জন্য পৃথক পাঠক্রমের ব্যবস্থা করা।

(iv) শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য পৃথক 'নর্মাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করা।

Scanned by CamScanner

বিভাগ খ

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 5

প্রশ্ন 1 হান্টার কমিশন গঠনের পটভূমি উল্লেখ করো।

উত্তর

হান্টার কমিশন গঠনের পটভূমি

তদানীন্তন কোম্পানী বড়োলাট লিটনের পর ভারতে বড়োলাট হয়ে এসেছিলেন লর্ড রিপন। লর্ড রিপনের উদারনৈতিক মানসিকতা ভারতীয়দের বেশ কিছু ক্ষেত্রে আশার আলো দেখা দিয়েছিল। উডের ডেসপ্যাচে নির্দেশিত নীতিসমূহ কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে, তা জানার জন্য লর্ড রিপন General Council of education in India, 1878 এর কাছে একটি অনুসন্ধানমূলক কমিশন নিয়োগ করতে চান। দেখা যায়, উডের ডেসপ্যাচের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি হলেও অনেক ক্ষেত্রেই রয়ে গেছে সরকারি মনোভাবের অভাব, দেখা দিয়েছে সমালোচনা এবং চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি। যেমন—[1] প্রাথমিক ও দেশীয় শিক্ষার অবহেলা, [2] ইংরেজি শিক্ষার বিশেষ প্রাধান্য ও মাতৃভাষার গুরুত্বহীনতা, [3] উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি স্কুল, কলেজকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, [4] মিশনারিদের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন, [5] সরকারি সাহায্যের ক্ষেত্রে অনেক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বঞ্চিত করা প্রভৃতি।

প্রশ্ন 2 মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে হান্টার কমিশনের যে-কোনো পাঁচটি সুপারিশ লেখো।

উত্তর

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে হান্টার কমিশনের সুপারিশসমূহ

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে হান্টার কমিশনের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল—

[1] সরকারি কর্তৃত্বের হ্রাস: মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার ভার উপযুক্ত পরিচালকমণ্ডলীর হাতে অর্পণের সুপারিশ করা হয়েছে।

[2] সরকারি বিদ্যালয় স্থাপন: কমিশন সুপারিশ করে যে, প্রতি জেলায় একটি করে আদর্শ সরকারি বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে, যাতে ওই বিদ্যালয় বেসরকারি বিদ্যালয়ের কাছে অনুসরণযোগ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে।

[3] দরিদ্র ও অনুন্নত অঞ্চলে বিদ্যালয়: দরিদ্র ও অনুন্নত অঞ্চলে সরকার পরিচালিত বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

[4] বেতন নির্ধারণ: কমিশনের সুপারিশ হল যে, স্থানীয় পরিচালন সমিতি নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের বেতন নির্ধারণ করবে।

[5] পাঠক্রম: কমিশন মাধ্যমিক পাঠক্রমকে দুটি স্তরে ভাগ করেছে। প্রথম স্তরে থাকবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ পাঠক্রম। পরবর্তী স্তরের মাধ্যমিক পাঠক্রম দুটি শাখায় বিভক্ত হবে। একটি শাখার নাম A-course যেখানে থাকবে পরীক্ষামূলক তত্ত্বমূলক বিষয়, যার সবশেষে থাকবে প্রবেশিকা পরীক্ষা। দ্বিতীয় শাখা হল B-course যেখানে থাকবে ব্যাবহারিক জীবনের উপযোগী বৃত্তিমূলক বিষয়।

Scanned by CamScanner

করবে। ওই বোর্ডগুলি নিজ এলাকার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রয়োজনানুসারে এলাকায় নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারবে।

[9] বেতন গ্রহণ: প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বেতন গ্রহণের ব্যবস্থা থাকলেও দরিদ্র, অনাথ শিক্ষার্থীদের জন্য বাতিল রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।

[10] অনুদান ব্যবস্থা: প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থের সংস্থানের জন্য কমিশনের সুপারিশগুলি হল—

(i) প্রতিটি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সংস্থাকে আঞ্চলিক শিক্ষার জন্য পৃথক অর্থ তহবিল রাখতে হবে। অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

(ii) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রাদেশিক সরকার আংশিক অর্থবরাদ্দ করতে দায়বদ্ধ থাকবেন।

(iii) ইংল্যান্ডের নীতি অনুসারে এখানেও পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে অনুদান মঞ্জুরের সুপারিশ করা হয়েছে।

[11] পরিদর্শক: প্রাথমিক শিক্ষার তত্ত্বাবধানের জন্য প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক প্রয়োজনভিত্তিক পরিদর্শক নিয়োগের সুপারিশ করা যাবে।

প্রশ্ন 3 মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে হান্টার কমিশনের অনুসন্ধানভিত্তিক সুপারিশগুলি লেখো।

উত্তর

মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে হান্টার কমিশনের অনুসন্ধানভিত্তিক সুপারিশসমূহ

অনুসন্ধানভিত্তিক তথ্যাবলি বিশ্লেষণ করে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে হান্টার কমিশনের, সুপারিশগুলি হল—

[1] **সরকারি কর্তৃত্বের হ্রাস:** মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার ভার উপযুক্ত পরিচালকমণ্ডলীর হাতে অর্পণের সুপারিশ করা হয়েছে।

[2] **সরকারি বিদ্যালয় স্থাপন:** কমিশন সুপারিশ করে যে, প্রতি জেলায় একটি করে আদর্শ সরকারি বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে, যাতে ওই বিদ্যালয় বেসরকারি বিদ্যালয়ের কাছে অনুসরণযোগ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে।

[3] **দরিদ্র ও অনুন্নত অঞ্চলে বিদ্যালয়:** দরিদ্র ও অনুন্নত অঞ্চলে সরকার পরিচালিত বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

[4] **বেতন নির্ধারণ:** কমিশনের সুপারিশ হল যে, স্থানীয় পরিচালন সমিতি নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের বেতন নির্ধারণ করবে।

[5] **পাঠক্রম:** কমিশন মাধ্যমিক পাঠক্রমকে দুটি স্তরে ভাগ করেছে। প্রথম স্তরে থাকবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ পাঠক্রম। পরবর্তী স্তরের মাধ্যমিক পাঠক্রম দুটি শাখায় বিভক্ত হবে। একটি শাখার নাম A-course যেখানে থাকবে গতানুগতিক তত্ত্বমূলক বিষয়, যার সবশেষে থাকবে প্রবেশিকা পরীক্ষা। দ্বিতীয় শাখা হল B-course যেখানে থাকবে ব্যাবহারিক জীবনের উপযোগী বৃত্তিমূলক বিষয়।

[6] **শিক্ষার মাধ্যম:** হান্টার কমিশনে শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তবে মিডল স্কুল পর্যন্ত অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত প্রাদেশিক সরকার স্থানীয় অবস্থা পর্যালোচনা করে মাতৃভাষাকে বা আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে কমিশনের নীরবতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

[7] **উদারনৈতিক সাহায্যদানের নীতি:** কমিশনের সুপারিশ হল যে, সরকারি বিদ্যালয়ের মতো বেসরকারি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও সাহায্যদানের ক্ষেত্রে উদারনীতি অবলম্বন করতে হবে।

[8] **শিক্ষক-শিক্ষণ:** কমিশন শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেও সরকার কর্তৃক এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কেবল মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ তত্ত্বের ওপর পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

Scanned by CamScanner

বিভাগ গ

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 2

1 'উডের ডেসপ্যাচ (Wood's Despatch) কিছুক্ষেত্রে অগ্রগতির বাহক হলেও, কিছুক্ষেত্রে আছে পশ্চাদ্গামিক মনোভাবের সংকীর্ণতা'—এই সংকীর্ণতার কয়েকটি ক্ষেত্র উল্লেখ করো।

উত্তর ▸ উডের ডেসপ্যাচের যে যে ক্ষেত্রে পশ্চাদ্গামিক মনোভাবের সংকীর্ণতা, স্বার্থচেতনা ও হতাশার অভিব্যক্তি রয়েছে, তার কয়েকটি হল—[1] প্রাথমিক ও দেশীয় শিক্ষায় অবহেলা। [2] ইংরেজি শিক্ষার বিশেষ প্রাধান্য, মাতৃভাষায় গুরুত্বহীনতা। [3] উচ্চশিক্ষা এবং সরকারি স্কুল ও কলেজে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান। [4] মিশনারিদের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন। [5] সরকারি সাহায্যের ক্ষেত্রে অনেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বঞ্চিত করা প্রভৃতি।

2 প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন কোন্‌টি? এই কমিশনের সভাপতি কে ছিলেন?

উত্তর ▸ প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন হল হান্টার কমিশন, 1882।

এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন উইলিয়াম হান্টার।

3 হান্টার কমিশন কবে, কার দ্বারা এবং কার সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছিল?

উত্তর ▸ 1882 খ্রিস্টাব্দের 3 ফেব্রুয়ারি হান্টার কমিশন গঠিত হয়েছিল। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড রিপন, তাঁর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য উইলিয়াম হান্টারকে সভাপতি মনোনীত করে হান্টার কমিশন বা প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন।

4 হান্টার কমিশনে কত জন সদস্য ছিলেন? এঁদের মধ্যে কয়েকজন ভারতীয় সদস্যের নাম লেখো।

উত্তর ▸ হান্টার কমিশনে মোট 20 জন সদস্য ছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন ভারতীয় সদস্য হলেন—আনন্দমোহন বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহারাজা যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৈয়দ মাহমুদ, জাস্টিস শশীনাথ তেলাং প্রমুখ।

5 হান্টার কমিশনের বিচার্য বিষয়সমূহের মধ্য থেকে যে-কোনো চারটি বিষয় উল্লেখ করো।

উত্তর ▸ হান্টার কমিশনের চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয় হল—[1] উডের ডেসপ্যাচের শিক্ষানীতি কতদূর কার্যকর হয়েছে, তা বিচার করে দেখা। [2] উড প্রদত্ত শিক্ষানীতির সাফল্যের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে মতামত দেওয়া। [3] প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি অবহেলার দিকটি তুলে ধরা। [4] Grant-in-aid প্রথার সম্প্রসারণ এবং প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের কার্যকলাপের অনুসন্ধান করা।

6 প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে হান্টার কমিশন কর্তৃক যে যে সুপারিশ করা হয়েছিল, তার যে-কোনো দুটি উল্লেখ করো।

উত্তর ▸ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে হান্টার কমিশনের দুটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হল—

[1] **প্রাথমিক শিক্ষায় অধিকতর গুরুত্ব প্রদান:** অন্যান্য শিক্ষাস্তর অপেক্ষা প্রাথমিক শিক্ষাস্তরকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

[2] মাতৃভাষায় শিক্ষাদান: জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল শ্রেণির কথা মাথায় রেখে প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে।

7 **প্রাথমিক শিক্ষায় নিম্নলিখিত ক্ষেত্র দুটিতে হান্টার কমিশনের সুপারিশ লেখো : [1] বিদ্যালয় পরিচালনা, [2] পরীক্ষা।**

উত্তর ▸ [1] বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে হান্টার কমিশনের সুপারিশ হল—বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের সূচনা ও শেষ পনের সময় নির্ধারণ, বিদ্যালয় অবকাশ নির্ঘণ্ট প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বাধীনভাবে পরিচালিত হবে।

[2] পরীক্ষার ক্ষেত্রে হান্টার কমিশনের সুপারিশ হল—দেশীয় শিক্ষানীতির ধারা অনুসরণের মাধ্যমে পরিদর্শকরা নিজেরাই পড়ুয়াদের যোগ্যতা নিরূপণের জন্য পরীক্ষা পরিচালনা করবেন। শিক্ষা যাতে চরিত্রগঠন এবং শৃঙ্খলারক্ষার সহায়ক হয়, সেদিকেও পরিদর্শকরা নজর রাখবেন।

8 **মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে হান্টার কমিশনের যে-কোনো দুটি সুপারিশ লেখো।**

উত্তর ▸ মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে হান্টার কমিশনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল—

[1] সরকারি বিদ্যালয় স্থাপন: এ ক্ষেত্রে হান্টার কমিশনের সুপারিশ হল—প্রতি জেলায় একটি করে আদর্শ সরকারি বিদ্যালয় গড়তে হবে, যাতে ওই বিদ্যালয় বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির কাছে অনুকরণযোগ্য হয়ে ওঠে।

[2] সাহায্যদানের ক্ষেত্রে উদারনীতি গ্রহণ: এক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ হল—সরকারি বিদ্যালয়ের মতো বেসরকারি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও সাহায্যদানের উদারনীতি অবলম্বন করতে হবে।

9 **পাঠক্রমের ক্ষেত্রে হান্টার কমিশনের সুপারিশ উল্লেখ করো।**

উত্তর ▸ হান্টার কমিশন মাধ্যমিক পাঠক্রমকে দুটি স্তরে ভাগ করেছে। প্রথম স্তরে থাকবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ পাঠক্রম। পরবর্তী স্তরের মাধ্যমিক পাঠক্রম যে দুটি শাখায় বিভক্ত হবে, তার একটি শাখার নাম A-course, যেখানে থাকবে গতানুগতিক তত্ত্বমূলক বিষয় এবং এর সর্বশেষে থাকবে প্রবেশিকা পরীক্ষা। দ্বিতীয় শাখা হল B-course-এ অন্তর্ভুক্ত থাকবে ব্যাবহারিক জীবনের উপযোগী বৃত্তিমূলক বিষয়।

10 **উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে হান্টার কমিশন, 1882-এর যে-কোনো দুটি সুপারিশ লেখো।**

উত্তর ▸ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে হান্টার কমিশনকে কোনো সুপারিশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, তবু মাধ্যমিক স্তরের পরবর্তী স্তর সম্পর্কে কমিশন বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ সুপারিশ করেছে। এগুলির মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হল—[1] কতকগুলি সরকার পরিচালিত আদর্শ কলেজস্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি বেসরকারি কলেজগুলির কাছে মডেল বা আদর্শ স্বরূপ হিসেবে গণ্য হবে।

[2] কলেজের শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের মানসিক ক্ষমতা ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষালাভ করতে পারে, সেজন্য কলেজের পাঠক্রমে নানাবিধ ঐচ্ছিক বিষয় সংযোজনের সুপারিশ করা হয়েছে।

11 **উচ্চশিক্ষায় অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে হান্টার কমিশন কর্তৃক যে যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে সেগুলি লেখো।**

উত্তর ▸ উচ্চশিক্ষায় অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে হান্টার কমিশনের শর্তগুলি হল—[1] কলেজগুলিতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকমণ্ডলী আছে কি না। [2] কলেজেগুলি স্থানীয় জনগণের চাহিদা মেটাতে সক্ষম কি না। [3] কলেজগুলি উন্নতমানের কি না ইত্যাদি।

2020-4-2 0824

Scanned by CamScanner

12 **নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের যে-কোনো চারটি সুপারিশ উল্লেখ করো।**

উত্তর ▶ মেয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সেজন্য ভারতীয় শিক্ষা কমিশন কর্তৃক চারটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল—[1] বেসরকারি বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে উদারনীতি অবলম্বনে সাহায্য করা। [2] বিদ্যালয়ের বেতন সম্পর্কে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা এবং 12 বছর উচ্চ বিদ্যালয়গামী বালিকাদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা। [3] বালিকাদের জন্য পৃথক পাঠক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। [4] শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য পৃথক 'নর্মাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করা।

13 **বিশেষ সুপারিশ হিসেবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষা সম্পর্কে ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ লেখো।**

উত্তর ▶ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষা প্রসঙ্গে ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলি হল—[1] রাজন্যবর্গের শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক শিক্ষালয় স্থাপন করা। [2] মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা পাঠ্যসূচি অবলম্বনে পৃথক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা। [3] মুসলিম বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য পৃথক 'নর্মাল স্কুল' স্থাপন করা। [4] মুসলিম বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য মুসলিম পরিদর্শক নিয়োগ করা।

14 **প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় হান্টার কমিশন কর্তৃক সুপারিশের যে-কোনো দুটি উল্লেখ করো।**

উত্তর ▶ ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা হান্টার কমিশনের যে যে সুপারিশ স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে তার মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল—

[1] প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ আছে। এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরবর্তী পর্যায়ে কার্জনের শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রে ও সার্জেন্ট পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতে ঐতিহ্যবাহী আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃভাষাকেই শিক্ষাদানের মাধ্যম করা হয়েছে।

[2] নারীদের শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হান্টার কমিশন যেসকল কর্মসূচি গ্রহণের সুপারিশ করেছে, তাতে ভরা আছে নবজীবনের আশ্বাস। নারীশক্তি উজ্জীবনের এই ধারা পরবর্তী স্তরেও বিভিন্ন কমিশন তথা বিভিন্ন শিক্ষাবিদের মনে নারীচেতনার উন্মেষ ঘটানোর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে।

15 **হান্টার কমিশনের যে যে সুপারিশ প্রগতির প্রতিবন্ধক তার যে-কোনো দুটি উল্লেখ করো।**

উত্তর ▶ হান্টার কমিশনের সুপারিশগুলির মধ্যে প্রগতির প্রতিবন্ধক এরূপ দুটি সুপারিশ হল—

[1] হান্টার কমিশন ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করে। এরফলে বহু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বাসভূমি ভারতে সাম্প্রদায়িকতার দ্বন্দ্ব এড়ানোর পথ সহজ হয়। তবে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা যেমন—মুসলমান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য পৃথক 'নর্মাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা, মুসলমান বিদ্যালয়গুলির জন্য মুসলিম পরিদর্শক নিয়োগ প্রভৃতি শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে এবং জাতীয় সংহতির ধারণাটি ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

[2] হান্টার কমিশন, 1882-এর সুপারিশে অনুদানপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলাফলকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে। এটি সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে পরীক্ষাকেন্দ্রিক করে তোলায় শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপের শিকার হয়ে পড়ছে।

Scanned by CamScanner